আলমডাঙ্গায় ছাত্রী উত্যক্তের অপরাধে দুই বখাটের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অপরাধে উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটেকে জেল জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

উজ্জল আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে ও মামুন একই গ্রামের বরকত আলীর ছেলে।

আদালত সূত্র জানায়, উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটে মিলে পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্রীকে বেশ কিছুদিন ধরে উত্যক্ত করে আসছিল। উত্যক্তের মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় ওই ছাত্রীর পরিবার প্রশাসনকে জানায়।

মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর ভ্রাম্যমাণ আদালত পাইকপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বখাটে উজ্জল ও মামুনকে আটক করে আদালতে নিয়ে আসেন। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের আইসি গিয়াস উদ্দিন।

আলমডাঙ্গায় ছাগল চোর গণপিটুনীর শিকার

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে অটোতে তুলে ছাগল চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই ছাগল চোরকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী। গতকাল বিকেলে ওই ঘটনা ঘটে। পরে ঘোলদাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে জনতার হাত থেকে দুই চোরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

আটককৃত চোর হল চুয়াডাঙ্গার আরামপাড়ার আসলামের ছেলে রুবেল ও ফার্মপাড়ার মৃত নুর ইসলামের ছেলে মঈনুদ্দিন। তারা চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি অটো রিক্সা নিয়ে বলিয়ারপুর গ্রাম এলাকায় ছাগল চুরি করতে আসে।

ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই খালিদ হোসেন জানান, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে সংবাদ আসে দুইজন ছাগল চোরকে ধরে গ্রামবাসী আটকে রেখেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জনগণের কাছ থেকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, রুবেল ও মঈনুদ্দিন পেশাদার চোরচক্রের সদস্য। তারা একটি অটো নিয়ে দুপুরের দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে মাঠের দিকে যেতে কিছুটা নির্জন রাস্তায় অবস্থান নেয়।

সুযোগ বুঝে ঘাস খেয়ে বেড়ানো দুইটি ছাগল ধরে তারা অটোতে তুলে নেয়। ছাগল তুলে নেওয়া দেখে ফেলে এক গ্রামবাসী। তার চিৎকারে পথচারীরা দৌড়ে আসলে চোর দু‘জন ছাগল দুটিকে অটো থেকে ছেড়ে দেয়।

এরপরও চোরকে ধরতে তাড়া দেয় জনতা। চোর দুজন জীবন বাঁচাতে অটো ফেলে মাঠের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। জনগণও তাদের পিছু নিয়ে ধরে ফেলে। ধরে তাদেরকে গ্রামের ভেতর এনে গণপিটুনী দেওয়া হয়। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা‘র সূচনা ও মিলনমেলা

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (ইবি) স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা’র সুভ সূচনা ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা থানাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অসাধারণ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার শিক্ষার্থীদের জন্য ইবির ক্যাম্পাসে নিজেদের একটি প্লাটফর্ম তৈরী হবে।

মিলনমেলায় সাবেকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলমডাঙ্গার সন্তান সাবেক ইবিয়ান মোমিনুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড, খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজের প্রভাষক আব্দুল হাই, ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক আমিরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সরকারী সেন্ট্রাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন, নিগার সিদ্দিক কলেজের প্রভাষক শাহীন সাহিদ, হাসানুজ্জামান হাসান, আব্দুল খালেক, মোল্লা ফারুক এলাহী, আশীষ সরকার, রাকিবুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান বকুল।

বর্তমান শিক্ষার্থী সজল আহমেদ টগর, রাতুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, কামরুল হাসান অনিক, কামরুজ্জামান টিপু, আসিফ আলিফ, বিপ্লব হোসেন, সাব্বির হোসেন, সজল, মুনমুন আহমেদ, আরাবী আফরিন মৌ, সুরাইয়া তাসনিম তুর্শিনা ও মুশফিকা খানম আদিবাসহ নতুন ইবিয়ানদের উদ্যেগে সাবেকদের নিয়ে এই অভুতপূর্ব মিলনমেলা গড়ে তোলেন ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন।

আলমডাঙ্গায় জমে উঠেছে পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উপস্থিতিতে ব্যাপক জমে উঠেছে পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট।

আলমডাঙ্গা পৌর বাস টার্মিনালে অবস্থিত এই হাটে বেচাকেনা চলে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা, বিক্রেতা ও দর্শনার্থী এসে ভিড় জমায় এই হাটে।

শুধু চুয়াডাঙ্গা জেলা নয়, পাশের জেলা মেহেরপুর, কুষ্টিয়া এবং ঝিনাইদহ থেকেও বিক্রেতারা এই হাটে আসেন তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি বিক্রি এবং চাহিদার মধ্যে থাকা কমবাজেটে পুরাতন মোটরসাইকেলটি ক্রয় করার জন্য। এটিই হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রথম ও বৃহত্তম পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট।

মোটরসাইকেল কেনা ও বিক্রি করার পেশায় জড়িয়ে রয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটরসাইকেল ক্রয় করে এই হাটে নিয়ে আসেন বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। আবার অনেক সময় হাট থেকেও মোটরসাইকেল কিনে থাকেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলটি বিক্রি করতে এই হাটে আসেন আশেপাশের অনেক জেলার মানুষ। ক্রেতা-বিক্রেতাদের জায়গার সঙ্কুলান না হওয়ার কারণে আশেপাশে জায়গা বাড়ানোর কার্যক্রম শুরু করেছেন হাট কর্তৃপক্ষ।

হাটে দেশের মানুষের ব্যবহারযোগ্য প্রায় সবধরনের পুরাতন মোটরসাইকেল পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৫০ সিসির মোটরসাইকেল থেকে শুরু করে ১৫০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল এই হাটে পাওয়া যায়। হাট কর্তৃপক্ষ ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সব ধরনের সহযোগিতা করে থাকেন।
৩০ টাকার একটি টিকেট নিয়ে হাটে প্রবেশ করতে হয় বিক্রেতাদের।

এরপরে গাড়িটি বিক্রি হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে গুনতে হয় ১ হাজার টাকা খাজনা। পুরাতন মোটরসাইকেলের হাট চালু হওয়ার কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই সুবিধা ভোগ করছেন আলমডাঙ্গার এই পুরাতন মোটরসাইকেলের হাটের।

আলমডাঙ্গার কাশিপুরে মিনি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার কাশিপুর গ্রামে মিনি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২০‘র ফাইনাল খেলা ও পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিনি

টুর্নামেন্টে গতকাল ছিল ফাইনাল খেলা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে কাশিপুর খেলার মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মধ্যে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়। এতে ১৬টি ক্রিকেট দল প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়। কাশিপুর গ্রামবাসি টুর্নামেন্টের আয়োজন করে।

নকআউট ভিত্তিতে খেলায় এরআগেই ১৪ টি ক্রিকেট দল প্রতিযোগীতা থেকে ছিটকে পড়ে। ফাইনালে টিকে থাকে স্বাগতিক কাশিপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও চুয়াডাঙ্গা চৌধুরীপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব। ফাইনালে কাশিপুর স্পোর্টিং ক্লাব টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে। ওপেনার ব্যাটসম্যান তুহিন ও বিপু অপরাজিত থেকে ১৫৬ রান করেন।

বিপরিতে চুয়াডাঙ্গা চৌধুরীপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যাটসম্যনরা কাশিপুরের বোলারের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। তারা সবক‘টি উইকেট হাঁরিয়ে ১০৪ রানেই গুটিয়ে যায়। কাশিপুর স্পোর্টিং ক্লাব অনায়াশেই ৫২ রানের বিশাল জয় পেয়ে যায়।

খেলা শেষে ওয়াজেদ আলী হুজুরের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বেলগাছি ইউনিয়নের গর্বিত সন্তান এএসএম গোলাম সরোয়ার শামীম। তিনি বলেন, পুরো বেলগাছি ইউনিয়নে আমি যুবক ভাইদেরকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করে আসছি। মাদককে না বলে খেলাধুলা ও পড়াশোনাকে আলিঙ্গন করতে যা যা করা লাগে আমি সবকিছু করব।

রিপন, সম্রাট, সুমন, ইমতিয়াজ ও মিলনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আতিয়ার রহমান, শুকুর আলী, রিকাত আলী মণ্ডল, মিহিদুল ইসলাম, মিন্টু বিশ্বাস, মিন্টু মল্লিক, খেদের আলী, আনোয়ার হোসেন, লাল্টু মিয়া ও আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের

উদ্যেগে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বিরোধী র্যালী

দেশে সংঘটিত ধর্ষণসহ নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী র্যালী করেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন। গতকাল সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসন চত্বর থেকে র্যালীটি শহর প্রদক্ষিণ করে। এতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, মহিলা অধিদপ্তর, বিভিন্ন এনজিও ও নারী নির্যাতন বিরোধী সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

নারী নির্যাতন বিরোধী র্যালী শেষে উপজেলা চত্বরে একটি সমাবেশেরও আয়োজ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন, যারা নারীকে নির্যাতন করে তারা কখনও মানুষ হতে পারে না।

এদেরকে রুখতে, ধর্ষণকে রুখতে সরকার ইতোমধ্যে আইন পাশ করেছে। ধর্ষণের মামলায় যাবজ্জীবনের জায়গায় আইন করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে এই আইনে রায় দিয়েছেন আদালত। দেশে ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ কমে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, দেশের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে অপরাধ কমে যায়। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ যেভাবে সোচ্চার হয়েছে তাতে ধর্ষকরা কোথাও জায়গা পাবে না। ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধকে সমূলে নির্মূল করতে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে।

সমাবেশে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার বক্তব্য রাখেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউপির উপনির্বাচনে নৌকার প্রার্থী তরিকুলের জয়

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী তরিকুল ইসলাম জয়ী হয়েছেন। তিনি ৪৮৩৪ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইন আনারস প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৪০২৫ টি।

এছাড়া অপর প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল কাদের রানা ঘোড়া প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৮৩৭ টি, ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ইউনুছ আলী পেয়েছেন ৭২৪ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে নিজাম উদ্দিন পেয়েছেন ২০৪ ভোট।

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ইউনিয়নের ৯ টি কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৪ হাজার ৯শ ২০ জন। এরমধ্যে ১০ হাজার ৮শ ৩০ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। বাতিল হয়েছে ১শ ৩ টি ভোট।

কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে জানা গেছে, ডাউকি বশিরা মালিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২২শ ৪ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ১শ ৫০টি ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ১৫শ ৭৭ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ১৬ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ১৯ ভোট ও নিজাম উদ্দিনের মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৬ ভোট।

পোয়ামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৭৬২ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ২০৯ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ৩৬০ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৫ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৬টি ভোট।

বাদেমাজু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২০০০ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক ভোট পেয়েছে ৪৫১ টি, আনারস প্রতীক পেয়েছে ৬৯৬ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ১০৭ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৬৫ ভোট

ও মোটরসাইকেল প্রতীক ভোট পেয়েছে ২০টি।

বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমী কেন্দ্রে ২৪৪৬ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৬৩৫ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ২১৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৪৫৫ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৩২৩ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক ভোট পেয়েছে ১৮টি।

বকশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৮৩৯ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৯২৩ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ১৮৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ২৮ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ১১৫ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক ভোট পেয়েছে ৩টি।

বকশিপুর দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৮৯৮ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৩৫০ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ২০১ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৯৮ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৩৬ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৪ ভোট।

ছত্রপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ২২৫২ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৫৭৮ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ৫৭৯ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৫৬ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৬৯ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ১৪১ ভোট।

মাজু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১২৫৮ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক পেয়েছে ৫৬০ ভোট, আনারস প্রতীক পেয়েছে ১৬৮ ভোট, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৬৭ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ৬৯ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ৫ ভোট।

মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১২৬৫ ভোটের মধ্যে নৌকা প্রতীক ভোট পেয়েছে ৯৭৮ ভোট, আনারস প্রতীক ভোট পেয়েছে ৩৬টি, ঘোড়া প্রতীক পেয়েছে ৫ ভোট, ধানের শীষ প্রতীক পেয়েছে ১৯ ভোট ও মোটরসাইকেল প্রতীক পেয়েছে ১ ভোট।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে আজ উপ-নির্বাচন

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮ টা থেকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপ-নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হচ্ছে। নির্বাচনে চারজন চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমানের মৃত্যুর পর চেয়ারটি শূন্য হয়।

চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম। তিনি নৌকার প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুসাইন। তিনি আনারস প্রতীক নিয়ে লড়ছেন।

অপরদিকে, যুবলীগ নেতা মাসুদ রানা মোটরসাইকেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন। তিনি গত নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয় পাননি। ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউনুস আলী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

১৮ হাজার ৭শ ৩১ জন জনসংখ্যার ডাউকি ইউনিয়ন ১১ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ হাজার ১শ ৯০ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৫ হাজার ৫শ ৮৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৫ হাজার ৬শ ১ জন।

আলমডাঙ্গা রিটার্নিং অফিসার বলেন, সকাল ৮ টা থেকে বিরতীহীন ভাবে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ চলবে। এরপর ভোট গণনা শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, পুরো ইউনিয়ন নিরাপত্তার চাদরে ইতোমধ্যে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা সাদা পোষাকে ইউনিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, স্মরণকালের সুষ্ঠু ভোট হবে ডাউকি ইউনিয়নে।

প্রেমিকার নালিশে নতুন বউ ঘরে রেখে থানায় বাসর

বিয়ে করে নতুন বউ ঘরে রেখেই হাজতে রাত কাটাতে হল আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর গ্রামের সাজুকে। প্রেমিকা সাজুকে স্বামী হিসেবে না পেলেও মামলা ঠুকে দিয়ে থানায় বাসর করিয়ে ছাড়লো প্রেমিককে। শনিবার ও রবিবার দুইদিন কাল বৈশাখী ঝড় বয়ে যায় মোটর মেকানিক সাজুর শরীরের ওপর দিয়ে।

জানা গেছে, পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের দোয়ারপাড়ার মোটর মেকানিক সাজুর সাথে প্রতিবেশী এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাজু তাদের প্রেম পর্বকে দীর্ঘায়িত করতে চাইলেও প্রেমিকা বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিল। সাজু বিয়েতে রাজি হচ্ছিল না। বরং তাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিতে মেয়ে দেখাশোনার কাজ করছিল সাজুর পরিবার। ঘটনা টের পেয়ে যায় প্রেমিকা। সে কালক্ষেপন না করে গত শুক্রবারে বিয়ের দাবিতে সাজুর বাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ে। বিপাকে পড়ে যায় সাজুর পরিবার।

এক পর্যায়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করিয়ে প্রেমিকাকে আপাতত তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় সাজুর পরিবার। এবং পরদিন শনিবারে চুপিসারে পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর গ্রামে বিয়ে করে ফেলে সাজু। বিয়ে করে নতুন বউকে ঘরেও নিয়ে আসে সে। বিয়ে চুপিসারে হলেও ঘটনা প্রেমিকার কানে গিয়ে পৌঁছে যায়। সে আর চুপ থাকে না। নালিশ করে পুলিশকে।

পুলিশ প্রেমিকার নালিশ পেয়ে তৎক্ষনাৎ সাজুকে ধরে আনে থানায়। সাজুর কিছুই করার ছিল না। নতুন বউকে ঘরে রেখে সাজুকে বাধ্য হয়েই থানায় রাত কাটাতে হয়।

এদিকে, গ্রামের সুশিল সমাজের নেতৃবৃন্দ ঘটনাটির একটি সুন্দর সমাধান টানার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। তারা দুই পক্ষের মধ্যে একের পর এক কথা চালাচালি করে সমাধানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। রবিবার রাত পর্যন্ত সমাধান হয়নি। সাজু থানা হাজত থেকে বেরুনোর অপেক্ষা করছে। নতুন বউ ঘরে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। আর প্রেমিকা সাজুকে বাসর করতে না দিয়ে খুশি

[illegible]